بسم الله الرحمن الرحيم

মুসলিম নারীর পরকাল ও তার প্রস্তুতি

পৃথিবীতে প্রত্যেক মানুষ চায় সুখ-স্বাচ্ছন্দ, আরাম-আয়েশ, সাফল্য ও বিজয়। এগুলোর জন্য মানুষ সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালায়। ভোগ বিলাসের জন্য নিজের সর্বস্ব বিলিয়ে দেয়। পার্থিব জীবনের উন্নতি-অবনতি হিসাব নিকাশ প্ল্যান পরিকল্পনায় এতই ব্যস্ত হয়ে পড়ে যে, একসময় তারা ভুলে যায় এই পৃথিবীটাই হল ক্ষণস্থায়ী। প্রত্যেক প্রাণীকে সুন্দর এই পৃথিবী, ধন সম্পদ ভোগ বিলাসী জীবন ছেড়ে পরকালের উদ্দেশ্যে পাড়ি জমাতে হবে। আর পরকালই হলো মানুষের আসল ঠিকানা। নিজেদের আমল হিসেবে জান্নাতে বা জাহান্নামে তারা চিরকাল থাকবে। আল্লাহ সুবহানাহু তা‘আলা বলেন-

يَعْلَمُونَ ظَاهِراً مِّنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ

“পার্থিব জীবন সম্পর্কে তারা বেশ অবগত কিন্তু পরকালের ব্যাপারে বেখবর।” (সূরা রোম ৩০ : ৭)

বস্তুত, সকল দিক থেকে দুনিয়ার চেয়ে পরকালই উত্তম। আখিরাত চিরস্থায়ী এবং এর নেয়ামতরাজিও চিরস্থায়ী। তার কোন ক্ষয়ক্ষতি নেই। আর দুনিয়া অস্থায়ী এর সবকিছু অস্থায়ী ও ক্ষণিকের। বুদ্ধিমান মুমিন কখনো ভালোর উপর মন্দকে প্রাধান্য দিতে পারে না। চিরসুখের পরিবর্তে ক্ষনিকের আরাম আয়েশকে অগ্রাধিকার দিতে পারে না। আল্লাহ তা‘আলা বলেন-

بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى

“বস্তুত তোমরা পার্থিব জীবনকে অগ্রাধিকার দাও। অথচ পরকালের জীবনই উৎকৃষ্ট ও স্থায়ী।” (সূরা আলা ৮৭ : ১৬-১৭)

মানুষ দুনিয়ায় বিলাসীতার জন্য বিভিন্ন জিনিস যেমন- মজাদার খাবার, পানীয়, সুন্দর সুন্দর পোষাক, ঝাকজমকপূর্ণ বাড়ি, চাকচিক্যময় অলংকার, সাজানো গুছানো ফার্নিচার, উন্নত বাসনকোশন তথা দুনিয়ায় সুন্দর জীবন যাপনে পূর্ণ ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। অথচ আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-

كُنْ فِي الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيبٌ أَوْ عَابِرُ سَبِيلٍ

“তোমরা দুনিয়াতে বাস কর একজন মুসাফিরের ন্যায়।” [সহিহ বুখারি ৬৪১৬]

একজন মুসাফির যেমন ক্ষনিকের বিশ্রামের পর আবার গন্তব্যের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়। তেমনি প্রত্যেক প্রাণীকে ক্ষনিকের পৃথিবী ছেড়ে পরকালের উদ্দেশ্যে পাড়ি দিতে হবে। বুদ্ধিমান ব্যক্তি তো তারাই যারা সেই অনন্ত অসীম চিরস্থায়ী জীবনের জন্য পাথেয় সংগ্রহ করে। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা বলেন-

كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَما الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلاَّ مَتَاعُ الْغُرُورِ

"প্রত্যেক প্রাণীকে আস্বাদন করতে হবে মৃত্যু। আর তোমরা কিয়ামতের দিন পরিপূর্ণ বদলা প্রাপ্ত হবে। তারপর যাকে জাহান্নাম থেকে দূরে রাখা হবে এবং জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে, তার কার্যসিদ্ধি ঘটবে (অর্থাৎ সেই সফলকাম হবে)। আর পার্থিব জীবন ধোঁকা ছাড়া অন্য কোন সম্পদ নয়।" [সুরা আল ইমরান ৩ : ১৮৫]

ক্ষণস্থায়ী এই জীবনে মানুষ কত অন্যায় অবিচার করে। মানুষের উপর যুলুম অত্যাচার করে নিজে সম্পদের পাহাড় গড়ে তুলে। কীভাবে দুনিয়া কামাই করবে সে সম্পর্কে সদা তৎপর থাকে। কীভাবে নিজের পরিবার পরিজনকে নিয়ে উন্নতি-অগ্রগতির উচ্চ শিখরে পৌছবে তা নিয়ে সর্বদা ব্যস্ত থাকে। অথচ পরকালিন জীবনে এগুলোর কোন মূল্য নেই। মহান আল্লাহ বলেন-

يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ

"যেদিন ধনসম্পদ ও সন্তান সন্তুতি কোন কাজে আসবে না। সেদিন উপকৃত হবে শুধু সে, যে আল্লাহর নিকট আসবে বিশুদ্ধ অন্তর নিয়ে।" (সূরা শুআরা ২৬ : ৮৮-৮৯)

নারীর পরকাল

আল্লাহ তা'আলা নারী পুরুষ উভয়কে সৃষ্টি করেছেন জোড়ায় জোড়ায়। প্রত্যেককে নিজ নিজ দায় দায়িত্ব দিয়ে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন। পরকালে নারী পুরুষ প্রত্যেককেই আল্লাহর সামনে দন্ডয়মান হতে হবে। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা সেদিন পুরুষকে যেমন তার উপর অর্পিত দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞসা করবেন, ঠিক তেমনিভাবে নারীদেরকেও তাদের কর্ম সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবেন। নাবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন-

أَلاَ كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَالإِمَامُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى أَهْلِ بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ وَعَبْدُ الرَّجُلِ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ أَلاَ فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ.

"জেনে রেখো! তোমাদের প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল; আর তোমরা প্রত্যেকেই নিজ অধীনস্থদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। অতএব রাষ্ট্রপ্রধান, যিনি জনগণের দায়িত্বশীল,

তিনি তার অধীনস্থদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবেন। পুরুষ গৃহকর্তা তার পরিবারের দায়িত্বশীল; সে তার অধীনস্থদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। নারী তার স্বামীর পরিবার, সন্তান-সন্ততির উপর দায়িত্বশীল, সে এসব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। কোন ব্যক্তির দাস স্বীয় মালিকের সম্পদের দায়িত্বশীল; সে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। অতএব জেনে রাখ, প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল এবং তোমাদের প্রত্যেকেই নিজ নিজ দায়িত্বাধীন বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে।" (সহিহ বুখারি ৭১৩৮)

ইসলাম প্রতিষ্ঠার প্রথম যুগে আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা নারীদেরকে যথোপযুক্ত সম্মান ও মর্যাদা দিয়েছেন। তাদেরকে পর্দার আড়াল করে পুরুষদের মত কঠিন দায়িত্ব থেকে মুক্তি দিয়েছেন। তাদের জন্য জান্নাতে যাওয়ার পথকে সহজ করে দিয়েছেন। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-

عَنْ أَنَسٍ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : «الْمَرْأَةُ إِذَا صَلَّتْ خَمْسَهَا وَصَامَتْ شَهْرَهَا وَأَحْصَنَتْ فَرْجَهَا وَأَطَاعَتْ بَعْلَهَا فَلْتَدْخُلْ مِنْ أَىِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شَاءَتْ». رَوَاهُ أَبُوْ نُعَيْمٍ فِى الْحِلْيَةِ

আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ কোনো মহিলা যদি পাঁচ ওয়াক্ত সলাত আদায় করে, রমাযানের সিয়াম পালন করে, গুপ্তাঙ্গের হিফাযাত করে, স্বামীর একান্ত অনুগত হয়। তার জন্য জান্নাতের যে কোনো দরজা দিয়ে ইচ্ছা প্রবেশের সুযোগ থাকবে। [সহিহ আত তারগীব ১৯৩২]

কিন্তু বর্তমান পাশ্চাত্য নারী সমাজের ধারণা তারা এক পরাধিনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ। পুরুষ শাসিত সমাজ ব্যবস্থায় নারীদেরকে প্রকৃত অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে। তাদেরকে চার দেয়ালের বন্ধ কুটিরে আবদ্ধ করে রাখা হয়েছে। বলা হয়ে থাকে পুরুষদের ক্রমাগত ও দীর্ঘকালিন নিপীড়ন ও শোষন-নির্যাতনের শিকার হতে থাকার ফলেই নাকি বর্তমানে নারীর প্রকৃতি পুরুষদের তুলনায় দূর্বল হয়ে পড়েছে। তার চিন্তা-চেতনা ও কর্মশক্তি অনুন্নত ও অনগ্রসর হয়ে রয়েছে দীর্ঘদিন পর্যন্ত। তাকে আপন মেধা প্রতিভার চর্চা ও লালন করার সুযোগ দেয়া হয়নি বলেই তার এই অবস্থা। পুরুষদের মত সুযোগ সুবিধা যদি তাদের দেয়া হত তাহলে তারা নাকি পুরুষদের চেয়ে অনেক এগিয়ে যেতে পারত। এজন্যই উন্নত শিল্প-বিপ্লবের সাথে তাল মিলিয়ে বর্তমান নারী সমাজ মুক্তির জন্য সংগ্রাম করে চলছে প্রতিনিয়ত। আর এই বিপ্লবই নারী মুক্তি সংগ্রামকে সাফল্যে দ্বারপ্রান্তে পৌছে দেয়। পূর্বে যে নারীর কর্মক্ষেত্র ছিল ঘর, বিপ্লব এখন সে নারীদেরকে শুধু মুক্তির পথ নয়, বরং উদার, উন্মুক্ত, লোভনীয় ও আকর্ষণীয় রাজপথ দেখিয়ে দিয়েছে। আজকের নারীরা স্বাধীনতার নামে উলঙ্গ বেহায়াপনা

অশ্লীলতায় ভরপুর হয়ে উঠেছে। যা অধিকাংশ দূর্বলচিত্তের পুরুষকে তাদের দিকে আসক্ত করে। অথচ আল্লাহ তা'আলা বলেন

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ

"তোমরা গৃহাভ্যন্তরে অবস্থান করবে-মূর্খতা যুগের অনুরূপ নিজেদেরকে প্রদর্শন করবে না। সলাত কায়েম করবে, যাকাত প্রদান করবে এবং আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করবে।" [সুরা আহযাব ৩৩ : ৩৩]

অধিকাংশ নারীরা জাহান্নামে প্রবেশ করবে তাদের কৃতকর্মের কারণে। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ تَصَدَّقْنَ فَإِنَّكُنَّ أَكْثَرُ أَهْلِ النَّارِ " . فَقَالَتِ امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ وَلِمَ ذَاكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ " لِكَثْرَةِ لَعْنِكُنَّ " . يَعْنِي وَكُفْرِكُنَّ الْعَشِيرَ . قَالَ " وَمَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلٍ وَدِينٍ أَغْلَبَ لِذَوِي الأَلْبَابِ وَذَوِي الرَّأْىِ مِنْكُنَّ " . قَالَتِ امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ وَمَا نُقْصَانُ دِينِهَا وَعَقْلِهَا قَالَ " شَهَادَةُ امْرَأَتَيْنِ مِنْكُنَّ بِشَهَادَةِ رَجُلٍ وَنُقْصَانُ دِينِكُنَّ الْحَيْضَةُ تَمْكُثُ إِحْدَاكُنَّ الثَّلاَثَ وَالأَرْبَعَ لاَ تُصَلِّي

"হে নারী সম্প্রদায়! তোমরা বেশি পরিমাণে দান-খয়রাত কর। কেননা, জাহান্নামে তোমাদের সংখ্যাই বেশি হবে। তাদের মধ্যকার এক মহিলা প্রশ্ন করেন, হে আল্লাহ্র রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ! তা কেন? তিনি বললেনঃ তোমাদের মাঝে অভিশাপ দানের প্রবণতার আধিক্যের কারণে, অর্থাৎ- তোমাদের স্বামীদের অনুগ্রহের প্রতি অকৃতজ্ঞ হবার কারণে। তিনি আরো বলেনঃ আমি তোমাদের স্বল্পবুদ্ধি ও দ্বীনের ব্যাপারে সংকীর্ণ হওয়া সত্ত্বেও বুদ্ধিমান বিচক্ষণদের উপর বিজয়ী হতে পারঙ্গম আর কাউকে দেখিনি। জনৈকা মহিলা প্রশ্ন করলো, তার বুদ্ধি ও দ্বীনের ব্যাপারে কমতি হলো কি করে? তিনি বললেনঃ তোমাদের দুজন স্ত্রীলোকের সাক্ষ্য একজন পুরুষের সাক্ষ্যের সমান। এটা হলো বুদ্ধির স্বল্পতা। আর তোমাদের হায়িয (ঋতুস্রাব) হলে তিন-চার দিন তোমরা সলাত আদায় কর না। এটা হলো দ্বীনের স্বল্পতা।" [সুনানে তিরমিযি ২৬১৩; ইরওয়াহ্ (১/২০৫), হাদিসটি হাসান সহিহ]

মানুষ এই ধ্বংসশীল পার্থিব জীবনের উজ্জল ভবিষ্যত নিশ্চিত করার জন্য কত পরিশ্রমই না করে। আরামের ঘুম হারাম করে নির্ঘুম রাত কাটায়। ঘর-বাড়ি ছেড়ে প্রবাসে জীবন কাটায়। ক্লান্তি-শ্রান্তি সহ্য করে সফর করে দূর-দূরান্তে। মোটা অঙ্কের টাকা খরচ করে। ক্ষনিকের তুচ্ছ এই জীবনের জন্য করে এতকিছু। দুনিয়ার স্বল্প সময়ের জন্য এত পরিশ্রম করে এত কষ্ট করে। অথচ প্রকৃত ঠিকানা ও ভবিষ্যতের চিরস্থায়ী আসল জীবনের জন্য কতটুকু কাজ করে। কখনো কি ভেবে দেখে যে তার মৃত্যুর পরবর্তী জীবন

কিভাবে কাটবে। কি পাথেয় সংগ্রহ করেছে তার জন্য। এই ব্যাপারে কোন মাথাব্যথা নেই।

সম্মানিত দ্বীনি বোন,

দুনিয়াতে মানুষ যত অর্থ সম্পদ প্রতিপত্তির মালিক হোক না কেন, হোক না তার বড় বড় পদ-পদবী, টাকা পয়সা আলমারী ভর্তি অলংকারাদি, জায়গা জমিনের বিশাল বিরাট অঙ্ক। বড় বড় অট্টালিকা, নামি দামি ফার্নিচার, সুন্দর বাসনকোসন, ফুলে ফলে সাজানো বাগান। আনন্দ উপভোগের যতকিছুই থাকুক। যদি সে আল্লাহর রাস্তা থেকে দূরে থাকে, আল্লাহকে ডাকার মত সুযোগটা করতে না পারে তাহলে সে বড়ই হতভাগা; সে সর্বদা হতাসা দুর্দশা ও দুঃশ্চিন্তায় জর্জরিত। দুনিয়াতে সবকিছু থাকার পরও যেন কিছুই নেই। যদিও সাময়িক সময় কাটে আনন্দ উপভোগের সাথে। কেননা দুনিয়াতে মানুষের চিন্তা-ভাবনা-ই হল যার বেশি আছে সে আরো বেশি চায়। এই প্রচেষ্টায় সে মশগুল থাকে সারাক্ষণ।

মানুষ ক্ষণস্থায়ী পার্থিব জীবনের সুখ সমৃদ্ধির জন্য প্রতি পদে পদে চিন্তিত থাকে। অথচ তার আসল ও স্থায়ী ভবিষ্যতের জীবন গড়ার জন্য কোন চিন্তা-ভাবনা প্ল্যান পরিকল্পনার কথা ভেবেও দেখে না। অথচ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা পরকালের প্রস্তুতির নির্দেশ দিয়ে বলেছেন-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

"হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। প্রত্যেক ব্যক্তির উচিত, আগামী কালের জন্যে সে কি প্রেরণ করেছে, তা চিন্তা করা। আর আল্লাহকে ভয় কর। তোমরা যা কর, আল্লাহ তা' আলা সে সম্পর্কে খবর রাখেন।" [সুরা হাশর ৫৯ : ১৮]

বোনেরা আমার, আসুন দুনিয়ার এই চাকচিক্যময় ক্ষণস্থায়ী জীবন গড়ার পিছনে ছুটাছুটি না করে স্থায়ী জীবন পরকালকে সাজানোর জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করি। দুনিয়াতে অট্টালিকা গড়ার স্বপ্ন না দেখে পরকালে আল্লাহর দরবারে অট্টালিকা গড়ার চিন্তা করি। যার জন্য আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে শুরু করে সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুমগণ বছরের পর বছর প্রস্তুতি নিয়েছেন। সালাফগণ পরকালের মুক্তির জন্য কাজ করেছেন জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে। এর জন্য কত জেল যুলুম নির্যাতন সহ্য করেছেন। প্রতিটি মুহুর্তে তারা পরকালকে সাজানোর জন্য কাজ করেছেন। জীবনের শেষ মুহুর্তেও তারা পরকালের চিন্তা থেকে দূরে সরে যাননি। মুমিন বান্দা সবসময় আল্লাহর সান্নিধ্য পাওয়ার আসায় মশগুল থাকে। সফলকাম ব্যক্তি তো তারাই যারা জীবনের প্রতিটি মুহুর্তে ব্যস্ত থাকে শুধু পরকালের পাথেয় সংগ্রহ করার জন্য।

পিপড়া যেমন শীতকালের দুর্ভোগ থেকে বাচার জন্য গ্রীষ্মকালেই খাবার ও পাথেয় সংগ্রহ করে রাখে। প্রকৃত মুমিন ও ঠিক তেমনি পরকালের কঠিন দুর্ভোগ থেকে বাচার উদ্দেশ্যে দুনিয়াতে থাকতেই আল্লাহর আনুগত্য ও ইবাদতের মাধ্যমে নেক আমল সংগ্রহ করে। মহান আল্লাহ বলেন-

وَبَشِّرِ الَّذِين آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُواْ مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِّزْقاً قَالُواْ هَـذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ وَأُتُواْ بِهِ مُتَشَابِهاً وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

"আর (হে নবী!), যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকাজসমূহ করেছে, আপনি তাদেরকে এমন জান্নাতের সুসংবাদ দিন, যার পাদদেশে নহরসমূহ প্রবাহমান থাকবে। যখনই তারা খাবার হিসেবে কোন ফল প্রাপ্ত হবে, তখনই তারা বলবে, এতো অবিকল সেই ফল যা আমরা ইতিপূর্বেও লাভ করেছিলাম। বস্তুতঃ তাদেরকে একই প্রকৃতির ফল প্রদান করা হবে। এবং সেখানে তাদের জন্য শুদ্ধচারিনী রমণীকূল থাকবে। আর সেখানে তারা অনন্তকাল অবস্থান করবে।" [সুরা বাকারাহ ২ : ২৫]

আসুন আমরা এখন থেকেই পরকালের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করি। আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালা আমাদের আমালকে সহজ করুন। আমীন।

যেভাবে আমরা পরকালের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করতে পারি–

সর্বদা আল্লাহর ইবাদাতে মশগুল থাকাঃ

আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলার অধিক ইবাদাত একজন মুমিনের ঈমানী শক্তিকে বৃদ্ধি করে দেয়। তার মধ্যে দৃঢ়তা সৃষ্টি করে। আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন ব্যতিত পরকালের প্রস্তুতি নেয়া সম্ভব নয়। আর আল্লাহর ইবাদাতের মাধ্যমে যে কোনো ব্যক্তি আল্লাহকে সন্তুষ্ট করতে পারে। আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-

يَنْزِلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الآخِرُ يَقُولُ مَنْ يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ مَنْ يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيَهُ مَنْ يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ

"মহা-মহিম আল্লাহ্ তা'আলা প্রতি রাতের শেষ তৃতীয়াংশ অবশিষ্ট থাকাকালে পৃথিবীর নিকটবর্তী আসমানে অবতরণ করে ঘোষণা করতে থাকেনঃ কে আছে এমন, যে আমাকে ডাকবে? আমি তার ডাকে সাড়া দিব। কে আছে এমন যে, আমার নিকট চাইবে। আমি তাকে তা দিব। কে আছে এমন যে আমার নিকট ক্ষমা চাইবে? আমি তাকে ক্ষমা করব।" [সহিহ বুখারি ১১৪৫, ৬৩২১, ৭৪৯৪; সহিহ মুসলিম ৭৫৮]

আল্লাহ তা'আলাকে সন্তুষ্ট করার লক্ষ্যে প্রতিদিন অন্ততপক্ষে এক থেকে দুই ঘন্টা একান্ত আল্লাহর যিকিরে সময় ব্যয় করুন। ঘুম থেকে জাগ্রত হওয়ার শুরু হতে পূনরায় ঘুমানোর

আগ পর্যন্ত প্রতিটি কাজে আল্লাহকে স্মরণ করুন। মনোযোগ দিয়ে আল্লাহকে ডাকুন। আল্লাহর কাছে আপনার জন্য এবং সকল মুমিনের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন এবং আল্লাহর কাছে মনখুলে চান। আল্লাহ কখনো তার বান্দাদের চাওয়াকে নিরাশ করেন না। আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন-

مَنِ استغفَر للمؤمنين والمؤمنات كتَب اللهُ له بكلِّ مؤمنٍ ومؤمنة حسنةً

"যে ব্যক্তি মুমিন নর নারীদের জন্য আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে, আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক নর-নারীদের সমানুপাতে তার জন্য নেকি লেখেন।" (সহিহ আল জামে ৬০২৬; মুসনাদে শামিয়ীন-তাবারনী ৩/২৩৪, হাদিসটি হাসান)

বিশুদ্ধভাবে কুরআন তিলাওয়াত করাঃ

মহাগ্রন্থ আল কুরআন হলো প্রত্যেক মুসলিমের জন্য সত্য সঠিক পথের দিশারী। আলোর ফোয়ারা, জীবন চলার পথ নির্দেশিকা। এর মাধ্যমে অর্জিত হয় আত্মিক ও দৈহিক প্রশান্তি। এটা হিদায়াতের বানী। পরকালের প্রস্তুতির এক অন্যতম দিক নির্দেশনা হলো পবিত্র কুরআন মাজিদ বিশুদ্ধভাবে তিলাওয়াত করা। প্রত্যেক মুসলিমের জন্য উচিত কুরআন তিলাওয়াতের জন্য একটি সময় নির্ধারণ করা। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা বলেন-

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءتْكُم مَّوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاء لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ قُلْ بِفَضْلِ اللّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُواْ هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ

"হে মানবজাতি, তোমাদের কাছে উপদেশবানী এসেছে তোমাদের রবের পক্ষ থেকে। এবং অন্তরের রোগের নিরাময়, আর মুমিনের জন্য এটা হিদায়াত ও রহমাত। হে নাবী! বলুন, এসব আল্লাহর অনুগ্রহ ও তার রহমাতেই হয়েছে। সুতরাং এতে তাদের আনন্দিত হওয়া উচিত; এটি পার্থিব সম্পদ হতে বহুগুনে উত্তম, যা তারা সঞ্চয় করেছে।" (সূরা ইউনুস ১০ : ৫৭-৫৮)

পবিত্র কুরআন মুমিনের পথ প্রদর্শক । এটি প্রত্যেক মুমিনের জন্য রহমাত বয়ে আনে আর পাপী গুনাহগার বান্দার ক্ষতি করে। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা বলেন-

وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلاَ يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إَلاَّ خَسَاراً

"আমি কুরআনে এমন বিষয় নাযিল করি যা রোগের সুচিকিৎসা এবং মুমিনদের জন্য রহমাত। গোনাহগারদের তো এতে শুধু ক্ষতিই বৃদ্ধি পায়।" [সুরা বনী-ইসরাঈল ১৭ : ৮২]

প্রত্যেকে মুমিনের উচিত ছোট বড় সকল পাপ থেকে দূরে থেকে উত্তমভাবে পবিত্র কুরআন তিলাওয়াতের মাধ্যমে পরকালের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করা। কেননা কুরআন তিলাওয়াতের মাধ্যমে আল্লাহর সাথে সম্পর্ক বৃদ্ধি পায়। আর আল্লাহর সাথে দৃঢ় সম্পর্কের মাধ্যমে পরকালের প্রস্তুতি সহজ ও সুন্দর হয়।

দ্বীনি ইলম অর্জনঃ

পরকালের প্রস্তুতির একটি উত্তম পরিকল্পনা হলো দ্বীনি ইলম অর্জন করা। প্রত্যেক মুসলিমের উচিত দ্বীনি ইলম অর্জনের উদ্দেশ্যে কিছু সময় নির্ধারণ করা। শরয়ী হুকুম-আহকাম জায়েয-নাজায়েয, বিভিন্ন ধরনের মাসআলাহ মাসায়েল, তাওহীদ শিরকের মধ্যে পার্থক্য, আনুগত্য, অবাধ্যতা, সুন্নাহ ও বিদআতের মধ্যকার পার্থক্য ইত্যাদি সম্পর্কে অবগত হওয়া। ফলে আমালের ফাযীলাত ও উত্তম আখলাক সম্পর্কে জানা যাবে। এভাবে একসময় সে জান্নাতে যাওয়ার সহজ পথ চিনতে পারবে। পূর্ণ মনোযোগের সাথে আল্লাহর ইবাদাত ও আনুগত্য করতে পারবে। পরকালের চূড়ান্ত বিচারে আল্লাহর সাহায্য পাওয়ার আশায় সর্বদা কাজ করতে পারবে। যে সকল কাজ আল্লাহর পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায় তা থেকে বিরত থাকতে পারবে। এবং সবধরণের নিষিদ্ধ কাজ থেকে বেঁচে থাকতে পারবে। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা বলেন-

أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ

"যে ব্যক্তি রাত্রিকালে সেজদার মাধ্যমে অথবা দাঁড়িয়ে ইবাদাত করে, পরকালের আশংকা রাখে এবং তার রবের রহমাত প্রত্যাশা করে, সে কি তার সমান, যে এরূপ করে না; বলুন, যারা জানে এবং যারা জানে না; তারা কি সমান হতে পারে? চিন্তা-ভাবনা কেবল তারাই করে, যারা বুদ্ধিমান। [সুরা যুমার ৩৯ : ৯]

আমালের ফযীলাত সম্পর্কে জানা ও আমাল করাঃ

পরকালের প্রস্তুতির অন্যতম একটি অংশ হলো তারগীব তারহীব ও নেয়ামাতের আশা ও শাস্তির ভীতি জাগানো বিভিন্ন বই পুস্তক পাঠ করা। বিভিন্ন ধরণের গুরুত্বপূর্ণ ফাযীলাত সংক্রান্ত কিতাবাদি পাঠ করা। কারণ এসব কিতাব আমালের প্রতি উদ্বুদ্ধ করে এবং নেক আমাল করার জন্য সহায়ক হয়।

উদাহরণস্বরুপ বলা যায়, যখন পড়া হবে আল্লাহর এই যিকিরের জন্য আখিরাতে এই নেয়ামাত রেখেছেন, তখন নিজের মধ্যে অধিক যিকির করার প্রবণতা বৃদ্ধি পায় এবং নিয়মিত তা অব্যাহত রাখার সৌভাগ্য অর্জিত হয়।

এভাবে প্রতিটি আমালের ফযীলাতের ক্ষেত্রে একই কথা। যেমন কেয়ামুল লাইল, সুন্নাতে মুয়াক্কাদা, চাশত ও বিতরের সলাত আদায়, নফল সিয়াম দান সাদকা, পিতা মাতার প্রতি সদাচারণ, আত্মীয়তার সম্পর্ক ঠিক রাখা, ইয়াতীমের হক্ প্রভৃতি ইবাদাত। যখন এগুলোর ফাযীলাত সম্পর্কে জানা থাকবে সে আমাল করার ক্ষেত্রে মন সবসময় উদ্বুদ্ধ থাকবে। এজন্য প্রত্যেক জান্নাত প্রত্যাশি মুমিনের উচিত বিভিন্ন আমল সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করা এবং সেভাবে আমল করা।

শিরক বিদআত থেকে বেচে থাকাঃ

শিরক হচ্ছে এক মারাত্মক পাপ। যে পাপ আল্লাহ তা'আলা কোনদিন ক্ষমা করবেন না। আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালা বলেন-

إِنَّ اللّهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاء وَمَن يُشْرِكْ بِاللّهِ فَقَدِ افْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا

"নিঃসন্দেহে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করেন না, যে লোক তাঁর সাথে শরীক করে। তিনি ক্ষমা করেন এর নিম্ন পর্যায়ের পাপ, যার জন্য তিনি ইচ্ছা করেন। আর যে লোক আল্লাহর সাথে অংশীদার সাব্যস্ত করল, সে যেন (আল্লাহর উপর) অপবাদ আরোপ করল।" [সুরা নিসা ৪ : ৪৮]

এজন্য সকলের উচিত শিরক থেকে দূরে থেকে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের চেষ্টা করা।

হাদিসে বর্ণিত হয়েছে-

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِك ـ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ ـ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ" يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى لأَهْوَنِ أَهْلِ النَّارِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَوْ أَنَّ لَكَ مَا فِي الأَرْضِ مِنْ شَىْءٍ أَكُنْتَ تَفْتَدِي بِهِ فَيَقُولُ نَعَمْ. فَيَقُولُ أَرَدْتُ مِنْكَ أَهْوَنَ مِنْ هَذَا وَأَنْتَ فِي صُلْبِ آدَمَ أَنْ لاَ تُشْرِكَ بِي شَيْئًا فَأَبَيْتَ إِلاَّ أَنْ تُشْرِكَ بِي "

"আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, কিয়ামাতের দিন সবচেয়ে কম শাস্তি প্রাপ্ত লোককে আল্লাহ্ তা'আলা বলবেন, দুনিয়ার মাঝে যত সম্পদ আছে তার সমতুল্য সম্পদ যদি (আজ) তোমার কাছে থাকত, তাহলে কি আপনি তার বিনিময়ে নিজেকে মুক্ত করার চেষ্টা করতে? সে বলবে, হ্যাঁ। এরপর আল্লাহ্ বলবেন, আমি তেমাকে এর চেয়েও সহজ কাজের হুকুম দিয়েছিলাম, যখন আপনি আদামের পৃষ্ঠদেশে ছিলে। তা এই যে, আপনি আমার সাথে কোন কিছুকে শরীক করবে না। কিন্তু আপনি তা অস্বীকার করলে আর আমার সাথে শরীক করলে। (সহিহ বুখারি ৬৫৫৭, ৬৫৩৮, সহিহ মুসলিম ২৮০৫)

ইসলামের রুকনগুলো পালন করাঃ

পরকালে মুক্তি লাভ করতে হলে ইসলামের রুকনসমূহ যেমন- কালিমা, সলাত এগুলো আদায় করা প্রত্যেকের উপর আবশ্যক। এগুলো ছাড়া কেউ জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। এছাড়া সামর্থ থাকলে হজ্জ আদায় ও যাকাত প্রদান করতে হবে। এবং আল্লাহর কাছে জান্নাত চাইতে হবে ও জাহান্নাম থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করতে হবে। জান্নাত চাওয়ার দু'আ-

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْجَنَّةَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ

"হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট জান্নাত চাই এবং জাহান্নাম থেকে আশ্রয় চাই।" (সুনানে আবু দাউদ ৭৯২)

দৈনন্দিন সুন্নাহসমূহ যত্নসহকারে পালন করাঃ

প্রত্যেক মুসলিমকে পরিপূর্ণভাবে সুন্নাতের উপর আমাল করার প্রতি আগ্রহী হতে হবে। দৈনন্দিন কাজগুলো সুন্নাতমাফিক করাই হলো রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ভালোবাসা। আল্লাহর রসুলকে ভালোবাসার অর্থ হলো আল্লাহকে ভালোবাসা। যদি কেউ আল্লাহকে ভালোবাসে তবে আল্লাহ তাকে নিরাশ করবেন না। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা বলেন-

قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

"বলুন, যদি তোমরা আল্লাহকে ভালবাস, তাহলে আমাকে অনুসরণ কর, যাতে আল্লাহ ও তোমাদিগকে ভালবাসেন এবং তোমাদিগকে তোমাদের পাপ মার্জনা করে দেন। আর আল্লাহ হলেন ক্ষমাকারী দয়ালু"। [সূরা আল ইমরান ৩ : ৩১]

আর আল্লাহ তা'আলার ভালোবাসা ব্যতীত জান্নাতে প্রবেশ করা সম্ভব নয়।

সৎ আমালের প্রতিযোগিতাঃ

পরকালে মুক্তি প্রত্যাশি সকল মুমিনের উচিত উত্তম ও নেক আমালের প্রতি বেশি গুরুত্ব দেয়া। এক্ষেত্রে দেরী করা মোটেও উচিত নয়। কেননা সৎ আমল ব্যতীত ঈমান টিকিয়ে রাখা সম্ভব নয়। আর ঈমানহীন ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে না। এজন্য প্রত্যেক মুমিনের আমলের প্রতিযোগিতা করা উচিত। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন-

بَادِرُوا بِالأَعْمَالِ فِتَنًا كَقِطَعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ يُصْبِحُ الرَّجُلُ مُؤْمِنًا وَيُمْسِي كَافِرًا أَوْ يُمْسِي مُؤْمِنًا وَيُصْبِحُ كَافِرًا يَبِيعُ دِينَهُ بِعَرَضٍ مِنَ الدُّنْيَا

“অন্ধকার রাতের মতো ফিত্‌নাহ্ আসার পূর্বেই তোমরা সৎ আমালের দিকে ধাবিত হও। সে সময় সকালে একজন মু’মিন হলে বিকালে কাফির হয়ে যাবে। বিকেলে মু’মিন হলে সকালে কাফির হয়ে যাবে। দুনিয়ার সামগ্রীর বিনিময়ে সে তার দ্বীন বিক্রি করে বসবে।” (সহিহ মুসলিম ২১৩)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ اللهُ تَعَالَى أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي فَإِنْ ذَكَرَنِي فِي نَفْسِه ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي وَإِنْ ذَكَرَنِي فِي مَلَإٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَإٍ خَيْرٍ مِنْهُمْ وَإِنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ بِشِبْرٍ تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا وَإِنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ بَاعًا وَإِنْ أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً

“আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ আল্লাহ্ ঘোষণা করেন, আমি সে রকমই, যে রকম বান্দা আমার প্রতি ধারণা রাখে। আমি বান্দার সঙ্গে থাকি যখন সে আমাকে স্মরণ করে। যদি সে মনে মনে আমাকে স্মরণ করে; আমিও তাকে নিজে স্মরণ করি। আর যদি সে জন-সমাবেশে আমাকে স্মরণ করে, তবে আমিও তাদের চেয়ে উত্তম সমাবেশে তাকে স্মরণ করি। যদি সে আমার দিকে এক বিঘত এগিয়ে আসে, তবে আমি তার দিকে এক হাত এগিয়ে যাই, যদি সে আমার দিকে এক হাত অগ্রসর হয়; আমি তার দিকে দু' হাত এগিয়ে যাই। আর সে যদি আমার দিকে হেঁটে আসে, আমি তার দিকে দৌড়ে আসি।” (সহিহ বুখারি ৭৪০৫)

কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করাঃ

বর্তমান সমাজে মহিলাদের কৃতজ্ঞতাবোধ নাই বললেই চলে। জাহান্নামের অধিবাসীদের মধ্যে অধিকাংশই হবে নারী। এর সবচেয়ে বড় কারণ হচ্ছে স্বামীর অবাধ্য হওয়া এবং তার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ না করা। স্বামীর অসন্তুষ্টিতে স্ত্রীর ইবাদত কবুল হয় না। তাই স্বামীর বিনা অনুমতিতে স্ত্রী নফল ইবদাত করতে পারে না। রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন-

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم " أُرِيتُ النَّارَ فَإِذَا أَكْثَرُ أَهْلِهَا النِّسَاءُ يَكْفُرْنَ ". قِيلَ أَيَكْفُرْنَ بِاللَّهِ قَالَ " يَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ، وَيَكْفُرْنَ الإِحْسَانَ، لَوْ أَحْسَنْتَ إِلَى إِحْدَاهُنَّ الدَّهْرَ ثُمَّ رَأَتْ مِنْكَ شَيْئًا قَالَتْ مَا رَأَيْتُ مِنْكَ خَيْرًا قَطُّ

“ইব্‌নু আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ আমাকে জাহান্নাম দেখানো হয়। (আমি দেখি), তার অধিবাসীদের বেশির ভাগই নারীজাতি; (কারণ) তারা কুফরী করে। জিজ্ঞেস করা হল, তারা কি আল্লাহর সঙ্গে কুফরী করে?’ তিনি বললেনঃ তারা স্বামীর অবাধ্য হয় এবং অকৃতজ্ঞ হয়।’ আপনি যদি দীর্ঘদিন তাদের কারো প্রতি ইহসান করতে থাকো, অতঃপর সে তোমার সামান্য

অবহেলা দেখতে পেলেই বলে ফেলে, ‘আমি কক্ষণো তোমার নিকট হতে ভালো ব্যবহার পাইনি।” (সহিহ বুখারি ২৯)

এজন্য জান্নাত প্রত্যাশী সকল মুমিন নারীদের উচিত স্বামীর আনুগত্যসহ সকলের কৃতজ্ঞতা আদায় করে আল্লাহর অগণিত নেয়ামতরাজি উপভোগের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করা।

পূর্ণাঙ্গ পর্দা করাঃ নারীদের জন্য পর্দা একটি গুরত্বপূর্ণ ইবাদাত। পূর্ণাঙ্গ পর্দা করা ব্যতীত কোন নারী জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। সুতরাং প্রত্যেক মুসলিম নারীকে পর্দার সকল প্রকার হুকুম আহকাম মেনে চলতে হবে। পূর্ণাঙ্গ পর্দা ব্যতীত তারা দুনিয়া আখিরাতে লাঞ্চিত হবে। আল্লাহ সুবহানাহু তা‘আলা বলেন-

يَا أَيُّهَا النَّبِيِّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاء الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا

“হে নবী! আপনি আপনার পত্নীগণকে ও কন্যাগণকে এবং মুমিনদের স্ত্রীগণকে বলুন, তারা যেন তাদের চাদরের কিয়দংশ নিজেদের উপর টেনে নেয়। এতে তাদেরকে চেনা সহজ হবে। ফলে তাদেরকে উত্যক্ত করা হবে না। আল্লাহ ক্ষমাশীল পরম দয়ালু।” [সুরা আহযাব ৩৩ : ৫৯]

মিথ্যা বলা ও গালমন্দ পরিহার করাঃ

পরকালে আল্লাহর আযাব থেকে মুক্তি পেতে হলে মিথ্যা ও গালমন্দ থেকে বিরত থাকতে হবে। সত্যের পথে চলতে হবে এবং অন্যকে সত্যের দিকে আহ্বান করতে হবে। কেননা সত্য মুক্তি দেয় আর মিথ্যা ধ্বংস ডেকে আনে। আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-

عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ وَيَتَحَرَّى الصِّدْقَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ صِدِّيقًا وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّابًا "

“সত্যকে ধারণ করা তোমাদের একান্ত কর্তব্য। কেননা সততা নেক কর্মের দিকে পথপ্রদর্শন করে আর নেককর্ম জান্নাতের পথপ্রদর্শন করে। কোন ব্যক্তি সর্বদা সত্য কথা বললে ও সত্য বলার চেষ্টায় রত থাকলে, অবশেষে আল্লাহর নিকট সে সত্যবাদী হিসেবে লিপিবদ্ধ হয়। আর তোমরা মিথ্যা বলা থেকে বিরত থাকো! কেননা মিথ্যা পাপের দিকে পথপ্রদর্শন করে। আর পাপ নিশ্চিত জাহান্নামের দিকে পরিচালিত করে। কোন ব্যক্তি সর্বদা মিথ্যা কথা বললে এবং মিথ্যার উপর অবিচল থাকার চেষ্টা করলে, অবশেষে সে আল্লাহর নিকট মিথ্যাবাদীরূপে লিপিবদ্ধ হয়।” (সহিহ মুসলিম ৬৫৩৩)

অহংকার করা থেকে দূরে থাকতে হবেঃ

অহংকার হচ্ছে একমাত্র আল্লাহর জন্যই। কোন মানুষের পক্ষে অহংকার শোভা পায়না। অহংকার মানুষের ধ্বংস ডেকে আনে। যা চিরকাল জাহান্নামে প্রবেশের পথকে সুগম করে দেয়। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন-

لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ كِبْرٍ وَلاَ يَدْخُلُ النَّارَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ خَرْدَلَةٍ مِنْ إِيمَانٍ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ الْقَسْمَلِيُّ عَنِ الأَعْمَشِ مِثْلَهُ

"যার অন্তরে সরিষার দানা পরিমাণ অহংকার থাকবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না, যার অন্তরে সরিষা পরিমাণ ঈমান থাকবে, সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে না।" (সহিহ মুসলিম ১৫২)

দুনিয়া বিমূখতাঃ আখিরাতের জন্য প্রস্তুতির আরেকটা মাধ্যম হলো যথাসম্ভব দুনিয়ার সাথে সম্পর্ক এবং দুনিয়াবী ব্যস্ততা এবং দুনিয়ার সাথে সম্পর্কিত সকল প্রকার চিন্তা ভাবনা কমানো। যেন দুনিয়াই ভাবনার প্রধান কারণ না হয় এবং জ্ঞানের একমাত্র দিক না হয়। দুনিয়া পাওয়ার জন্য যেন আল্লাহর ইবাদাত থেকে দূরে সরে যাওয়া না হয়। কেননা দুনিয়ার শত ব্যস্ততা জান্নাত দিতে পারবে না যদি আল্লাহর সন্তুষ্টি না থাকে। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা বলেন-

وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاء أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاء فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُّقْتَدِرًا

"তাদের কাছে পার্থিব জীবনের উপমা বর্ণনা করুন। তা পানির ন্যায়, যা আমি আকাশ থেকে নাযিল করি। অতঃপর এর সংমিশ্রণে শ্যামল সবুজ ভূমিজ লতা-পাতা নির্গত হয়; অতঃপর তা এমন শুস্ক চুর্ণ-বিচুর্ণ হয় যে, বাতাসে উড়ে যায়। আল্লাহ এ সবকিছুর উপর শক্তিমান।" [সূরা কাহাফ ১৮ : ৪৫]

অত্র আয়াতে আল্লাহ তা'আলা কতই না সুন্দর দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। যে উদ্ভিদ বস্তু, যেমন পানি পেয়ে উৎপাদিত হয় সঞ্জীবন হয়। তারপর শুকিয়ে খড় হয়ে বাতাসে উড়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। ঠিক তেমনিভাবে মানুষ আজ শিশু, কাল যুবক, পরশু বৃদ্ধ অতঃপর মৃত্যু, তারপর মাটির সাথে মিশে যাবে। দুনিয়ার চাকচিক্যতা আরাম আয়েশ সন্তান সন্তুতি ভোগ-বিলাশ কয়েকদিনের মাত্র। কয়েকদিন পর তা ধ্বংস হয়ে যাবে। বেঁচে থাকবে শুধু নেক আমাল, আর এটি আল্লাহ তা'আলার নিকট উত্তম প্রতিদান। আল্লাহ তা'আলা বলেন-

اعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ

“তোমরা জেনে রাখ, পার্থিব জীবন ক্রীড়া-কৌতুক, সাজ-সজ্জা, পারস্পরিক অহমিকা এবং ধন ও জনের প্রাচুর্য ব্যতীত আর কিছু নয়, যেমন এক বৃষ্টির অবস্থা, যার সবুজ ফসল কৃষকদেরকে চমৎকৃত করে, এরপর তা শুকিয়ে যায়, ফলে আপনি তাকে পীতবর্ণ দেখতে পাও, এরপর তা খড়কুটা হয়ে যায়। আর পরকালে আছে কঠিন শাস্তি এবং আল্লাহর ক্ষমা ও সন্তুষ্টি। পার্থিব জীবন প্রতারণার উপকরণ বৈ কিছু নয়।” [সূরা আল হাদীদ ৫৭ : ২০]

নিজে এবং পরিবারবর্গকে জিহাদে উদ্বুদ্ধকরণঃ

জান্নাত লাভের সবচেয়ে সহজ পদ্ধতি হলো আল্লাহর দ্বীনকে বিজয়ী করার জন্য আল্লাহর রাস্তায় জিহাদে অংশগ্রহণ করা। এবং নিজেদের স্বামী সন্তান পিতা মাতা ভাই বোনসহ সবাইকে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদের প্রতি উদ্বুদ্ধ করা। আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ বাদ দিয়ে কেউ জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-

مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَغْزُ وَلَمْ يُحَدِّثْ بِهِ نَفْسَهُ مَاتَ عَلَى شُعْبَةٍ مِنْ نِفَاقٍ

“যে ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করলো, অথচ কখনো জিহাদ করলো না বা জিহাদের কথা তার মনে কোন দিন উদিতও হলো না, সে যেন মুনাফিকের মৃত্যুবরণ করলো।” (সহিহ মুসলিম ৪৮২৫; ইফাবা হা: ৪৭৭৮)

দুআ করাঃ পরকালে মুক্তির জন্য আল্লাহর কাছে সবসময় দু‘আ করতে হবে। আল্লাহর দয়া ব্যতীত কেউ জান্নাতে যেতে পারবে না।

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ

“আর আমার বান্দারা যখন তোমার কাছে জিজ্ঞেস করে আমার ব্যাপারে বস্তুতঃ আমি রয়েছি সন্নিকটে। যারা প্রার্থনা করে, তাদের প্রার্থনা কবুল করে নেই, যখন আমার কাছে প্রার্থনা করে। কাজেই আমার হুকুম মান্য করা এবং আমার প্রতি নিঃসংশয়ে বিশ্বাস করা তাদের একান্ত কর্তব্য। যাতে তারা সৎপথে আসতে পারে।” [সূরা বাকারাহ ২ : ১৮৬]

সালফে সালিহিনদের জীবনী পড়াঃ

মুসলিম নারীদের পরকালের প্রস্তুতি নেয়ার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ ধাপ হলো সালাফে সালেহীনদের জীবনী পাঠ করা। কীভাবে নাবী পতণীগণ তথা উম্মুল মুমিনিনগণ এবং সাহাবীদের স্ত্রীগণ পরকালের জন্য প্রস্তুতি নিয়েছেন। তারা কীভাবে কুরআন সুন্নাহর উপর ভিত্তি করে তাদের দুনিয়ার জীবন কাটিয়েছেন তাতাতা ততজানতে হবে, দুনিয়ার সাথে তাদের সম্পর্ক কেমন ছিল তাও জানতে হবে। কিভাবে তারা দুনিয়ার ভোগ বিলাসিতা ত্যাগ করে আখিরাতকে গ্রহণ করেছেন। কিভাবে সৎ আমালের মাধ্যমে

আখিরাতের জন্য প্রস্তুত হয়েছেন। সেভাবে নিজেদেরকে প্রস্তুত করে আখিরাতে পাড়ি জমাতে হবে।

আখিরাত ও তার ভয়াবহ পরিস্তিতি নিয়ে চিন্তা করাঃ আখিরাতের প্রস্তুতির আরেকটি ক্ষেত্র হল আখিরাতকে নিয়ে ভাবা। বিচার দিবসের ভয়াবহতা, জান্নাতের পুরস্কার, জাহান্নামের শাস্তি এগুলো নিয়ে চিন্তা ভাবনা করা। সর্বদা আল্লাহর সামনে দন্ডায়মান হওয়ার ভয় করা। যখন একজন মানুষ এটা নিয়ে চিন্তা করবে যেটা তার জীবনে অবশ্যই আসবে। যেদিন একা থাকতে হবে, কেউ পাশে থাকবে না। সন্তান সন্ততি পরিবার পরিজন কোন কাজে আসবে না। তাহলে তার মনে আল্লাহভীতি কাজ করবে। যার ফলে সে পাপ থেকে দূরে থাকতে পারবে। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা বলেন-

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ

"নিশ্চয়ই আল্লাহর নিকট সেই সম্মানিত ব্যক্তি যে অধিক আল্লাহভীরু।" (সূরা হুজরাত ৪৯ : ১৩)

হে প্রিয় বোন! সময়ই হলো জীবন। বস্তুত যে সময় নষ্ট করে সে তার জীবন নষ্ট করে। তাই অযথা সময় নষ্ট না করে আসুন আমরা আল্লাহ ও তার রসূলের নির্দেশিত পথে চলে আল্লাহর সান্নিধ্য পাওয়ার চেষ্টা করি।

ওহে মুসলিম বোন! আপনি আল্লাহর দ্বীনের কাজে বা আমল করার ক্ষেত্রে গড়িমসি করবেন না। আজকের কাজ কালকের জন্য ফেলে রাখবেন না। আপনি তো নিশ্চিত নন যে কাল আপনি বেচে থাকবেন কিনা। যদি বেচেও থাকেন, তবে আপনি নিশ্চিত নন কাল আপনার কোন প্রতিবন্ধকতা আসবে কিনা। আপনি অসুস্ত হতে পারেন, আসতে পারে আপনার অন্য কোন ব্যস্ততাও, কিংবা আসতে পারে অন্য কোন আকস্মিক বিপদ। সুতরাং সময়ের কাজ সময়ে করে নিন। অধিক পরিমাণে আল্লাহকে স্মরণ করুন।

হে দ্বীনি বোনেরা, একটু চিন্তা করে দেখুন, যখন একজন ছাত্র-ছাত্রীর পরীক্ষার সময় আসে তখন সে তার প্রস্তুতি নিতে গিয়ে খাওয়া-দাওয়া, ঘুম, গোসল, গল্প-গুজব হাসি তামাশা, বিনোদন সব ছেড়ে একমাত্র পড়াশুনায় মনোযোগ দেয়। কেননা পারীক্ষায় তার ভাল রেজাল্ট করতে হবে। তাদের অভিভাবকরা সার্বক্ষনিক তাদের খোজ খবর নিচ্ছে, কিভাবে তারা পড়াশুনা করছে তথা পরীক্ষার প্রস্তুতি নিচ্ছে।

দুনিয়ার সামান্য পরীক্ষার জন্য যে সবকিছু পরিত্যাগ করেছে, সে পরকালের মহাপরীক্ষার ব্যাপারে একেবারে উদাসীন। পরকালের পরিক্ষার জন্য প্রস্তুতি না নিয়ে অযথা গান বাজনা গল্প গুজবে সময় নষ্ট করতেছে। আর অভিভাবকদেরও পরকালের মহা পরিক্ষা থেকে মুক্তির ব্যাপারে কোন চেষ্টা নেই। অথচ এটিই হলো মানুষের চূড়ান্ত। তাই আসুন আমরা নিজেরা পরকালের পরিক্ষার জন্য প্রস্তুতি নিই এবং সন্তানদেরও এই ব্যাপারে উৎসাহ প্রদান করি।

আল্লাহ সুবহানাহু তা‘আলা আমাদেরকে সর্বোত্তম আমাল করার তাওফীক দান করুন। সকলের উত্তম আমালগুলো কবুল করে আমাদেরকে তার সুষম উদ্যান জান্নাতে দাখিল করুন। আমিন।

-

উম্মে আব্দুল্লাহ

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا أَنْتَ ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ